সূর্য কিরণ

শান্তি বিশ্বাস

নাম সূর্য কিরণ, বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। অনেক কষ্টে তাকে বড় করে তুলেছে তার বাবা মা। ছোটবেলা থেকেই তার খুব একটা পড়াশুনা প্রতি খুব একটা লক্ষ্য ছিল না। বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ফুলের বাগান দেখা, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা এবং সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা ছিল তার অভ্যাস। এজন্য তাকে তার বাবা মার কাছে বকাও খেতে হয়েছে। এই ভাবে কোন রকম সে যখন মাধ্যমিক পাশ করল তখন সে আবদার ধরল, আমাকে একটা ক্যামেরা কিনে দাও। বাবা মা বুঝানোর চেষ্টা করল এখন ছবি তুলে সময় নষ্ট করার বয়স নয়। এখন তোমার পড়াশুনা করার বয়স, এগিয়ে যাওয়ার বয়স। ভবিষ্যতে কি হতে চাও সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর বয়স। সুতরাং এখন ক্যামেরা নয়, পড়াশুনা। সূর্য কিছুতেই বুঝতে চায় না, তার একটাই বায়না ক্যামেরা তার চাই। শেষ পর্যন্ত ক্যামেরা আসল সূর্যর জন্য। বায়না মিটল। ক্যামেরা পেয়ে সূর্যের ফূর্তি আর ধরেনা। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল তার বন্ধুদের দেখাতে। অনেক সময় পর যখন সে বাড়ি ফিরল তখন তার বাবা মা সূর্যর মধ্যে এক অন্য সূর্যকে দেখতে পেল।

সূর্য এখন পড়াশুনার জন্য যত না সময় ব্যায় করে তার থেকে বেশী সময় ব্যায় করে ক্যামেরার পিছনে। পড়াশুনার ফাঁকে সে সময় পেলেই বেরিয়ে পড়ে ক্যামেরা নিয়ে, ছবি তোলে বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে ঘুরে। আবার যখন গ্রীষ্মের পূজোর ছুটি পড়ে সে ক্যামেরা নিয়ে ছুটে যায় কোন প্রত্যন্ত গ্রামে। ছবি তোলে বিভিন্ন মানুষের কর্মরত অবস্থায়। কেউ বিক্রি করছে বরফ

জল, কেউ ঘুরাচ্ছে কুমোরের চাকা, কেউ বা মাছ ধরছে খাল বিল নদী নালায়, জীবিকা অর্জনের জন্য দুবেলা দুমুঠো অন্নের এবং পরিধেয় বস্ত্রের এবং কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকার বাসস্থানটাকে ঠিক রাখার জন্য। তাদের জীবনের খন্ড চিত্র ক্যামেরা বন্দিকরে রাখার জন্য সূর্য পাগল। সূর্যর এসব যেন বহু দিনের সখ ।

এবার তার সামনে এসে পড়ল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সুতরাং এবার আর ক্যামেরা নয়, বই মুখে গুঁজে শুধু পড়ে যাবার সময়, কেননা পরীক্ষায় ফেল করলে চলবে না। সে চায় না বাবা মায়ের মনে কষ্ট দিতে। তাই দিন রাত এককরে পড়াশুনা করে সূর্য পরীক্ষায় খুব ভালভাবে পাশ করল। সূর্যর বাবা মা ভীষণ খুশী হল, সূর্যর পরীক্ষার ফলাফল হাতে পেয়ে। সূর্যও খুব খুশী হল বাবা মাকে এরূপ একটা সুন্দর উপহার দেওয়ার জন্য। সূর্য ভর্তি হল কলেজে এগিয়ে চলল পড়াশুনা সেই সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে চলল ক্যামেরায় ফটো তোলার অনুশীলন। এবার কি হল জানিনা, সূর্য আর পড়াশুনা করতে রাজী হল না। সূর্যর বাবা মাও বেশী জোর করল না পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। এবার তার বায়না ফটোগ্রাফি কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য। ভর্তি হল একটা ভালো জায়গায় দেখে, শুরু হল জোর অনুশীলন।

এবার সে বাড়ি থাকে কম ঘুরে বেড়ায় বেশী। বাবা মা তার এই চেষ্টা দেখে দারুন খুশী। ভোর হতেই ছুটে যায় কোন নদীর তীরে। ভোরের রক্তিম সূর্যের সুন্দর নির্মল দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি করার জন্য, তেমনি ছুটে চলে সন্ধ্যার গোধুলীর লোভনীয় দৃশ্য দেখে। এই হল তার জীবনের এখন ধ্যান জ্ঞান। ফটো আর ফটো, ফটোর স্তুপ জমে গেল বাড়িতে তবুও সে সুন্দর দৃশ্য দেকলে লোভ সামলাতে পারে না। এই ভাবে চলতে চলতে একদিন ফটোগ্রাফির কোর্সও শেষ হয়ে গেল, ভালোভাবে পাশও করল, কিন্তু ফটো তোলার নেশা সে দূর করতে পারল না।

এবার সে কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। হঠাৎ তার কি হল বাবা মার কাছে গিয়ে বায়না ধরল সবাই মিলে পুরী ঘুরতে যাবে। তার বহু দিনের

শখ পুরীর সমুদ্রের সূর্যোদয় তার ক্যামেরার নাগপাশে বন্দি করে রাখা। সেই সঙ্গে তার ইচ্ছা পুরীর মন্দিরের দেওয়ালে যে অপূর্ব কারুকার্য সেগুলোকে মনের স্মৃতিপট থেকে বাস্তবের মাটিতে রূপদান করা। বাবা মা রাজীও হল । এবার পুরী যাওয়ার জন্য সে একটা ভালো ক্যামেরা চাইল। ছেলের এই পরিবর্তন দেখে বাবা মা ভীষন খুশি তাই আর না নয়, সম্মতি জানাল, ঠিক আছে শখ পূরন হবে ঠিক সময়ে। ঠিক হল শীতকালে অর্থাৎ ডিসেম্বরের ২৩ তারিখে যাওয়া হবে পুরীতে। ফিরে আসা হবে ২৬ শে ডিসেম্বর তবে সঙ্গে যাবে আরো অনেকে - মাসি, মোসো, মাসির ছেলে মেয়ে এবং নাতি নাতনিরা। সবাই মিলে প্রায় দশ জনের জন্য। এবার দিন গুজরানের পালা, ইতিমধ্যে এসে গেল একটা দামী ভালো ক্যামেরা । ক্যামেরা পেয়ে সূর্য ভীষণ খুশি। শুধু মনে হতে লাগল কবে পুরী যাবে এবং নতুন ক্যামেরায় ফটো তুলবে। কিন্তু এখন শুধু অপেক্ষা তবে মন সায় দিতে চাইছে না অপেক্ষা করতে। মনে হচ্ছে এখনই মা বাবাকে, মাসিকে মেসোকে ফেলে ক্যামেরা নিয়ে ছুটে যাই পুরীর সমুদ্র সৈকতে।

অনেক অপেক্ষার পর এবার আসল যাওয়ার পালা। জিনিস পত্র বাঁধাছাঁদা হতে লাগল বিশেষ করে শীতের পোশাক। ঠিক হল যাওয়া হবে পুরী এক্সপ্রেসে। টিকিট রিজার্ভেশন করা হল। এবার ট্রেনে ওঠার অপেক্ষা। ২২ তারিখে রাত ৮ টায় ট্রেন হাওড়া ছেড়ে পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা হবে। সূর্যর পরিবার রাত ৭ টার মধ্যে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে অপেক্ষা করছে ট্রেনের জন্য। ট্রেন ঠিক ৮ টায় তাদের নিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল, হঠাৎ সূর্যর মনে হল ক্যামেরাটা নিয়েছি তো। যেই না কথাটা মনে পড়ল অমনি তাড়াতাড়ি ব্যাগ নামিয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখে হ্যাঁ ক্যামেরাটা নীরবে অপেক্ষা করছে পুরীর সৌন্দর্য বন্দি করার জন্য । মনটা হালকা হল, নিশ্চিন্ত হল। রাত ১০ টায় সবাই মিলে বাড়ির তৈরী রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ল। দেখল সবাই প্রায় কিছুক্ষনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু কেবল সূর্যই জেগে আছে। ঘুমানোর চেষ্টা করল কিন্তু ঘুম আসল না। একটা অব্যক্ত আনন্দে মনটা নাচছে - কখন পুরীতে গিয়ে পৌঁছবে। চিন্তা করতে করতে কখন

ঘুমিয়ে পড়ল জানিনা। সবার আগে তাড়াতাড়ি ওঠে দেখে ভোরের রক্তিম আভা দিয়ে সূর্যিমামা পূর্ব দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে। বাবা বললেন পরের স্টেশনে নামতে হবে, তাড়াতাড়ি ব্যাগপত্তর গুছিয়ে নাও। তড়িঘড়ি ব্যাগগুলো বার্থ থেকে নামালো, মিলিয়ে দেখল সব ঠিক আছে, তৈরী হল নামার জন্য। ট্রেন ধীরে ধীরে পুরী স্টেশনে থামল সবাই নেমে পড়ল। হৈ হৈ করতে করতে সবাই পৌঁছাল হোটেলে। হোটেল আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। হোটেলে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে সবাই বিশ্রাম নিল।

প্রাতরাশ এল এবং দুপুরে খাওয়া শেষ করে সবাই একটু বিছানায় গড়িয়ে বিকালে উঠে সবাই দলবদ্ধভাবে বেড়াতে গেল সমুদ্র সৈকতে সঙ্গে ক্যামেরা নিতে ভুলল না। কিন্তু সেই রকম কোন দৃশ্য বন্দি করতে পারল না। বিফল মনে ফিরে এল। রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে তাড়াতাড়ি বিছানায় শীঘ্রই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো। হঠাৎ বাবা মার ডাকে জেগে উঠে দেখি অদ্ভুত পুরীর সমুদ্র সৈকতে অপূর্ব সূর্যোদয় দেখার জন্য তড়িঘড়ি করে চোখ হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সবার সঙ্গে সেই অপূর্ব সূর্যোদয় উপভোগ করল। এবার চলল মন্দির দর্শনের পালা। মন্দিরের গায়ে অপূর্ব কারুকার্য দেখতে দেখতে কখন দলছাড়া হয়ে একা বিচরণ করতে লাগল বুঝতে পারেনি । দেখতে দেখতে চলেছে হঠাৎ এক কোনে সুন্দর এক বস্তু সামগ্রী দেখে নির্বাক হয়ে কিছুক্ষনের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলল। সম্বিত ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি ক্যামেরা বার করে তার অজান্তে একটি ছবি তুলল। হ্যাঁ বস্তু সামগ্রীটি ঈশ্বর যেন তার নিপুন হাতর তুলির আঁচড়ে তাকে এঁকেছেন। কিছুক্ষনের জন্য চোখ ফেরাতে পারল না। যেমন রূপ তেমন তার বক্ষ সৌন্দর্য। রূপের দিক থেকে যেন স্বর্গের অপ্সরা আর বক্ষ দুটি যেন যেমন সুডৌল তেমনি নিরেট, দেখে যেকোন কিশোরী হিংসায় জ্বলবে। কি অপূর্ব সুন্দরী এক নারী যেন ভগবান সামনে দাঁড় করিয়েছেন। কিছুক্ষন লুকিয়ে দেখলো, কিন্তু হঠাৎ চোখাচোখি হতে এগিয়ে গিয়ে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। সেও সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর নীরবতা ভঙ্গকরে সেই অপূর্ব সুন্দরী জিজ্ঞাসা করে বসল কি দেখছো অমন করে,। চেতনা ফিরে পেল কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারল না। লাজুক মুখে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সে সূর্যকে নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করল, উভয় উভয়ের মধ্যে নাম, ফোন নাম্বার ও ঠিকানা বিনিময় করল। জানতে পারলাম তার নাম প্রভা। চোখাচোখিতে বুঝে নিয়েছল যে সে সূর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। সত্যকথা বলেত কি তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তারপর উভয় উভয়কে পরিত্যাগ করে যে যার বাসায় ফিরে আসল। কিন্তু মন পড়ে রইল তার প্রতি । রাত্রিতে ঘুম আসছিল না । ফোন নাম্বার বার করে ভয়ে ভয়ে ফোন করল। রিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও ফোন ধরল। জিজ্ঞাসা করল কি ঘুম আসছে না। ধীরে ধীরে সে উত্তর দিল না। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, তোমারও কি একই অবস্থা, তার নীরবতায় সূর্য উত্তর পেয়েগেল । ফলে নির্ভয়ে প্রস্তাব রাখল, তাহলে কাল বিকালে সেই কোনে কি আর একবার সাক্ষাৎ হতে পারে ? উত্তর আসল কেন পারে না। চেষ্টা করলে সবই পারে। তারপর বেশ কিছু কথাবার্তা হল শেষে ফোন রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করল সূর্য। ঘুম থেকে তার মুখটা মনে পড়ে গেল সারাটা দিন যে কি কষ্টে কাটল তা বলে বোঝাতে পারবে না। বিকাল হতেই বেরিয়ে পড়ল ক্যামেরা নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করতে হল না কেননা সেই আগে এসে অপেক্ষা করছিল। জিজ্ঞাসা করল কেমন আছো ? রাত্রে কি ঘুম হয়েছিল ? নাকি আমায় দেখার জন্য মনটা ছটফট করছিল। অবনত মস্তকে উত্তর আসল ধ্যাৎ , বোঝাই গেল সে পুরো মনটা সূর্যকে দিয়ে বসে আছে। বলল, আমাকে একটু সাহায্য করবে? উত্তরে সে জানাল কি করে ? তোমার কয়েকটা ফটো তুলে দিয়ে। রাজী হওয়াতে তাড়াতাড়ি কয়েকটা দারুনভঙ্গিতে ক্যামেরা বন্দি করল। এবার পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা, কেননা পরের দিন ভোরে বাড়ি ফেরার কথা। তাই ভারাক্রান্ত মনে একে অপরকে বিদায় জানাল। ভোরে ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরল।

কিন্তু মন কিছুতেই বাগ মানছে না। প্রতিনিয়ত ফোনে কথা বিনিময় হচ্ছে। সুখ দুঃখের কথা। এবারে মনের কথা জানাল, আচ্ছা আমরা কি দুজনে

একে অপরকে ভালোবেসে বিয়ে করতে পারি না ? উত্তর ভেসে এল কেন পারি না । ব্যাস সব নিশ্চিত। এবার বাবা মাকে রাজী করানোর পালা। কিন্তু তার আগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। চেষ্টা করতে লাগল কাজ খোঁজার । পেয়েও গেল একটা ভালো জায়গায়। এবার আর অপেক্ষা নয়, বাবা মার কাছে প্রস্তাব রাখল, তারাও কথায় রাজী হয়েগেল। তাকে জানাল তার বাড়ীর কথা, বলল এবার তুমি তোমার বাবা মাকে রাজী করিয়ে পাঠাও আমার বাড়ীতে। কিছুদিনের মধ্যে ফোন আসল যে, তারও বাবা মা আসছে তাদের বাড়ীতে। আসলও একদিন, কথাও হল। দেখাদেখি পর্ব শেষ হওয়াতে বিয়ের কথা এবং অবশেষে বিয়ের দিন ঠিক হল। বিয়ে হল বৌ দেখে সবাই প্রশংসা করল।

কিন্তু ফুলসজ্জার রাতে ঘটল সূর্যর জীবনে সবচেয়ে বড় অঘটন। সেই স্বামী স্ত্রী মধুর মিলনের দিন অন্তর্বাস খুলতেই দেখল কোথায় সেই সুডৌল স্তন জোড়া। সে তো ঠকিয়েছে, কেননা সেখানে আকর্ষনীয় সেই স্তনযুগলের পরিবর্তে দেখল স্পঞ্জ দিয়ে কৃত্রিমভাবে তৈরী স্তনজোড়া, দেখে ভীষণ রেগে গেল। ফুলসজ্জার বিছানা পরিত্যাগ করল। ইতিমধ্যে সেও কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু সূর্য তাকে ক্ষমা করতে পারল না। সেই দিন থেকে সে তার কাছে পৃথিবীতে সবথেকে বেশী অপরাধী বলে মনে হল। এবার শুরু হল অশান্তির পালা, কিন্তু অশান্তিটা তাদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল। রাত্রে কাজ থেকে ফিরে এসে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু দুজনের বিছানা আলাদা হয়। এইভাবে চলতে থাকে মাসের পর মাস। যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষন ভালো থাকে, বাড়ীতে আসলে শুরু হয় অশান্তি। এক সময় যাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত, সেই এখন তার কাছে সবথেকে অপরাধী হওয়ায় সে তার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। মুক্তিপেতে ধীরে ধীরে তার মনটা এই ভাবে বিষয়ে উঠতে থাকে। তাকে যেন একেবারেই সহ্য করতে পারছিল না। এইভাবে চলতে চলতে একদিন তার মা জানতে পারল ব্যপারটা। জিজ্ঞাসা করল এই অশান্তির কারন কি ? একদিন যাকে ছাড়া তুই কিছু চিন্তা করতে পারতিস না, তার প্রতি তুই এতটা নিষ্ঠুর হয়ে পড়ছিস। সমস্ত ঘটনাটা মাকে

বলল, মা শুনে তো অবাক, সে কি। তাই কোনদিন হয় নাকি ? এটা অসম্ভব। তুই আমাকে মিথ্যা বলছিস। মা প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায়নি তার পর অনেক করে যাকে বুঝিয়ে বলতে শেষ পর্যন্ত মা বিশ্বাস করল এবং বাবার কানে কথাটা তুলল। শুনে সবাই অবাক । মা বাবা ভাবল এভাবে তো সংসার করা যায় না । তাই খবর গেল মেয়ের বাড়ী, তারা ঘটনাটা শুনে আকাশ থেকে পড়ল। যাইহোক দুবাড়ীর মধ্যে একটা বোঝাপড়া হল এবং দুজনে চিরদিনের মতন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

প্রথম প্রথম মনটা খুপব খারাপ লাগত, নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হতে লাগল তার। কিন্তু বেশ কিছুদিনের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে গেল। একসময় তার কথা মন থেকে একেবারেই মুছে গেল।

মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া গেল প্রভা ভীষণ মন মরা হয়ে বসে থাকত এবং কান্নাকাটি করত। কিন্তু না ঈশ্বর যে করুনাময় তা খুব শীঘ্র প্রমানিত হল। হঠাৎই একদিন বম্বে থেকে প্রভার প্রভাহীন জীবনকে আলোকিত করতে উড়ে এল তার বাল্যবন্ধু কিরণ। কিরণ ভীষণ আধুনিক, প্রভাকে দেখেই তার ভালো লাগল এবং সেদিনই প্রভার বাবার কাছে সে কথা জানাল। প্রভার বাবা কোন রকম লুকোচুরি না করে প্রভার জীবনে অতীতে ঘটে যাওয়া সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা জানাল। কিন্তু কিরণ কিছুতেই মানতেই চায় না। সে মরিয়া প্রভাকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে পেতে। কিরণের এই প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত প্রভার বাবা প্রভাকে সে কথা জানাতে সে প্রথমে কিছুতেই রাজী হতে চায়নি। কিন্তু কিরণের কাছে সে শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়ে ছিল। এবং খুব শীঘ্রই তাদের মধ্যে বিয়ে হল। বিয়ের কয়েক দিন পর কিরণের প্রভায় প্রভাবিত হয়ে দুজনেই আবার উড়ে গেল বোম্বেতে। সুখে সংসার করতে লাগল। প্রভার জীবনে যে সূর্য নিভে গিয়েছিল তা কিরণ এসে আবার নতুন করে জ্বালিয়ে দিল। কয়েক বছর পর প্রভার মুখে হাসি ফুটল, কিরণের ঔরস জাত সন্তানকে কোলে পেয়ে। খবরটা প্রভার বাড়িতে এসে পৌঁছাল এবং কয়েকদিনের মধ্যে মুখরোচক সংবাদটা সূর্যের কাছে এসে

পৌঁছাল। সেই সঙ্গে সূর্য এটাও শুনল প্রভার ঐ ছোট্ট মেয়েটি তারই স্তন দুগ্ধ পান করে বড় হচ্ছে। কথাটা শুনে সূর্য যেন অন্ধকারে ডুবে গেল।

(সমাপ্ত)